'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬ (ভারতীয় ভাষার ১১৪টির মধ্যে),
বাংলা, কলা বিভাগের পত্রিকা ক্রমিক নং-৩২।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১১৮ সংখ্যা
মার্চ,২০২০

(বিদ্যাসাগর স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি)

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

(বিশেষ সহযোগী সম্পাদক)
ড. নরেন্দ্রনাথ রায়

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

CamScanner

বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় : ফিরে দেখা

ড. তারাপদ বেরা

২০১৯ সালে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্র যে ঘটনায় বারবার মথিত, উজ্জীবিত তা হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদ্বিশতবর্ষ উদ্‌যাপন। অজেয় পৌরুষের অধিকারী অনির্বাণ বিদ্যাসাগর তাঁর রচনার দ্বারা বাংলা ভাষার দারোদ্ঘাটন করেছেন। সমাজের সংস্কার সাধন করে বাঙালি নারীর বুকে ভরসা জুগিয়েছেন, তাদের শিক্ষার পথে অগ্রসরমান করে আমাদের অশেষ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিদ্যাসাগরকে নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা যতটা আবেগপ্রসূত, ততটা বিজ্ঞানসম্মত কিংবা তথ্যসমৃদ্ধ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন— 'বিদ্যাসাগর চর্চা আমাদের বাঙালিত্ব বা হিন্দুত্বের দিকে নিয়ে যায় না, নিয়ে যায় অপার মনুষ্যত্বের দিকে।' তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষ নানা ভাবে পালিত হলেও তাঁর শিশুপাঠ্য 'বর্ণপরিচয়' সার্ধশতবর্ষ অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু বর্তমানেও গ্রন্থটির একটুও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। উপরন্তু ফিরে দেখতে গিয়ে ক্যালাইডোস্কোপে ধরা পড়েছে শত মাধুর্যের বিচ্ছুরণ।

সালটি ১৮৫৫। রচিত হল কালজয়ী শিশুপাঠ্য 'বর্ণপরিচয়'। উপন্যাস, নাটক বা গল্পের বইয়ের মত এখানে ঘটনার ঘনঘটা, অশ্রুসজল বর্ণনা বা দেশাত্মবোধের কাহিনি কিছু না থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে চাকচিক্যহীন গুটিকতক পাতা সম্বলিত বর্ণময় চিত্রবর্জিত এই বইটির আকর্ষণ কোন অংশে কম নয়। বাজারে অসংখ্য শিশুপাঠ্য বই থাকা সত্ত্বেও একে দূরে সরিয়ে রাখা যাচ্ছে না। কেন রচনা করতে হয়েছিল 'শকুন্তলা' গ্রন্থের রচয়িতা বিদ্যাসাগরকে এই শিশুপাঠ্য? এর উত্তর বোধ হয় আমরা পেয়ে যাব এডুকেশন কাউন্সিলের সচিবকে লেখা একটি চিঠি থেকে। তিনি লেখেন— "*What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people. Let us establish a number of vernacular schools, let us prepare a series of vernacular class books...*" তিনি মনে প্রাণে চাইছিলেন বাঙালি জাতির শিক্ষা তালপাতার পুঁথির অস্পষ্ট অক্ষর বা গুরুমশাইয়ের বেত্রাঘাতের অন্ধকার থেকে রাজপথের আলোতে আসুক।

কি আছে 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থে? কোন ম্যাজিক? বর্ণপরিচয়ে বর্জিত হয় দীর্ঘ 'ঋ' এবং দীর্ঘ 'ঌ' কার এবং 'ক্ষ'। স্বনান্তর ঘটানো হয় 'ং' এবং 'ঃ'— এদের স্বরবর্ণ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণে স্থান দেওয়া হয়। 'ঁ' কে ব্যঞ্জনবর্ণের সবশেষে রাখা হয় এবং 'ড়', 'ঢ়', 'য়' কে আলাদা বর্ণের মর্যাদা দেওয়া হয়।

বর্ণের পাঠ শেষ করে শিশু যখন বাক্য গঠন শিখছে সেখানে দেখি বিদ্যাসাগর খুব পড়ুয়ার মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছোট ছোট বাক্যের সমাহার করেছেন অতি নিপুণভাবে। প্রথমে বিশেষ্য ও বিশেষণ যোগে ছোট বাক্য সাজিয়েছেন এভাবে—

বড় গাছ। লাল ফুল।
ভাল জল। ছোট পাতা।